তপস্বিনী
গঙ্গাধর মেহের

সপ্তম সর্গ
রাস — কলহংস কেদার

09 August 2009
(Last updated: ৩০ মার্চ ২০১০)
http://www.iopb.res.in/~somen/GMeher

বোইলে সতী, "সখি, মো দুর্বিপাক
ঘটাইঅছি একা মো দুঃখযাক;
মো কর্ম পাইঁ দোষী নুহন্তি বিধি
কান্ত ত স্বভাবে মো করুণানিধি গো!

কান্ত–বিচ্ছেদে রহিপারে জীবন,
এমন্ত ক্ষণে ভাবি ন থিলা মন;
সহিলি সহি, ঘোর দুঃসহ দুঃখ,
দেখিবি বোলি একা স্বামী–শ্রীমুখ গো!

সেকালে আশা মোর কর্ণকুহরে
আশ্বাস মন্ত্র দেই মুমূর্ষা হরে।
এবে সে আশা নিজে যাইছি মরি
দগ্ধ হেউছি প্রাণ তাহাকু স্মরি গো!"

সখী বোইলে, "সখি, বুঝিলি নাহিঁ
কেমন্তে থিলা আশা মলা কিপাইঁ?
তো পরি সাধী পাই দারুণ ব্যথা
ন নিন্দু বিধি এহা বিচিত্র কথা গো!"

বোইলে সতী,"মোর দুঃখ–কাহাণী
শুণি সজনি, সবু পারিবু জাণি।
যেমন্তে আমন্ত্রিলি ঘোর কষণ
যেমন্তে আশার মো হেলা মরণ গো!

পঞ্চবটীরে দিনে কুটীর পাশে
খেলিলা স্বর্ণমৃগ এক উল্লাসে,
চিক্কণ চারু তার চিত্রিত অঙ্গ
ঝলিলা লভি রবি–কিরণ সঙ্গ গো!

হেমাঙ্গে চিত্রবিন্দুচয়র কান্তি
নেত্রে আণিলা মোর রতনভ্রান্তি,
সে জাতি মৃগ দেখি নথিলি দিনে
নগরে, রাজপুরে অবা বিপিনে গো!

ভাবিলি বাহুড়িবি যেবে নগরে
সুচারু মৃগটিকি নেবি সঙ্গরে
চকিত করাইবি পুরবাসীঙ্কি
তা সঙ্গে বর্ণি বনশোভারাশিকি গো!

আহার দেখাইলি ধরিবা আশে,
চমকি মৃগবর পাশে ন আসে
মন লোভাই মোর নেত্র রঞ্জাই
পশিলা বারম্বার বিপিনে যাই গো!

তা পাইঁ ব্যস্ত হেবা দেখি মো মন
কান্ত বোইলে স্নেহ বহি বহন,
'সুন্দর মৃগটিকু আণি মুঁ তূর্ণ
সখি, তো কুতূহল করিবি পূর্ণ গো!'

ধনু আশুগ ধরি আশু গমনে
চলিলে কান্ত তার অনুধাবনে
মৃগানুসারী কান্ত অতি সত্বর
দৃষ্টি–সীমারু মোর হেলে অন্তর গো!

শুভিলা বন মধ্যে 'রখ লক্ষ্মণ'
সে ডাকে বিচলিত হেলা মো মন,
মন সহিত তহিঁ দেলি শ্রবণ,
পুণি উঠিলা রব 'রখ লক্ষ্মণ' গো!

লক্ষ্মণ বীর থিলে মোর নিকট,
বোইলি, 'দেখ বৎস, হেলা সঙ্কট।'
বোইলে করিবাকু মো মন থয়,
'রাঘবী ভাষা নুহেঁ ন কর ভয় গো'!

বীর স্বভাব সখি, বুঝন্তি বীর,
দেখিলি লক্ষ্মণঙ্কু ধীর গম্ভীর।
নারী–হৃদয় সতে অতি দুর্বল
অধিক হেলি তাঙ্ক বাক্যে বিকল গো!

বিনয় পরে করি কটু ভাষণ,
স্বামী–সমীপে তাঙ্কু কলি প্রেষণ।
মো সুখ–সউভাগ্য সম্পদরাশি
গলে লক্ষ্মণ গতি-স্রোতরে ভাসি গো!

বিপদ হোই এণে বিগ্রহধারী
যোগীন্দ্র বেশে দ্বারে হেলা ভিখারি।
স্বামী আসিবাযাএ ন টাকি মন্দ
ভিক্ষা নিমন্তে কলা ঘোর নির্বন্ধ গো!

ভিক্ষা দিঅন্তে বলে ধরি মো কর
বিমানে বসাইলা নেই সত্বর,
কলি বিনয় কেতে, কেতে তর্জ্জন
ন কলা কর্ণপাত তহিঁ দুর্জ্জন গো!

জাণিলি বেশ নুহেঁ গুণর চিহ্ন
বাহারে সাধুবেশ ভিতরে ভিন্ন।
মণন্তি লোকে সর্ব শুভদ ধর্ম
কে জাণে ধর্ম নাম বহই যম গো!

দক্ষিণ মুখে খল বাহিলা রথ
কম্পাই ঘনঘোষে গগনপথ,
কান্দিলি যেতে যেতে উচ্চ আরবে
বিলীন হেলা রথ–ঘোষ–গরভে গো!

দেখিলি তলে বন ময়ূরগণ
অনাই মোতে করুথিলে রোদন।
হরিণ যূথ যূথ ঊর্ধ নয়নে
চকিত দৃষ্টি দেইথান্তি স্যন্দনে গো।

পক্ষীএ পথ রোধি কলা সমর
তা পক্ষ পকাইলা ছেদি পামর।
পবন প্রতিকূল হোই গতিকি
নিবারি ন পারিলা মন্দমতিকি গো!

পথ পর্বতশ্রেণী মস্তক টেকি
পারিলে নাহিঁ ব্যোম–বিমান ছেকি।
মহীবাসীঙ্କ বার্ত্তা দেবার পাইঁ
দীন নয়নে থাএঁ তলকু চাহিঁ গো!

রথ–শবদে ভাষা হেব বিফল
জাণি পকাইদেলি ভূষাসকল।
দেখিলি নদীমানে হোই বিকল
শীর্ণ শরীরে যেহ্নে হেলে নিশ্চল গো!

তনু সংকোচি তুঙ্গ পাদপচয়
ভিড়িলে পরস্পর লভি তা' ভয়।
অবনী ক্রমে হোইগলা নীরব
লুচি রহিলে মৃগ বিহঙ্গ সর্ব গো!

পূর্ব পশ্চিম যাম্য ককুভত্রয়
ক্রমে দিশিলা গাঢ় নীলিমাময়।
মহী লক্ষণ কিছি ন হেলা দৃষ্ট
তহিঁ মধ্যকু রথ বাহিলা দুষ্ট গো!

অগ্রে দিশিলা দিগমূল উজ্জ্বল
ক্রমে মণিলি তাকু বন–অনল।
যেতিকি হেলা রথ তা পাশ পাশ
অসংখ্য জ্যোতিঃপুঞ্জ হেলা প্রকাশ গো!

ভাবিলি নভ তেজি তারা সকল
দিবসে ছন্তি তহিঁ দলকু দল।
বিধু বিরহে তেজি নভোমণ্ডল
হৃদয়ে জালুছন্তি বিরহানল গো!

কিবা মো মর্ত্ত্যলীলা হোইছি শেষ
শমনপুরে হেউঅছি প্রবেশ?
দেখিলি মনোহর অট্টালীশ্রেণী
দিশন্তি রম্য হেমকলস ঘেনি গো!

দিশিলা ক্রমে পুর অট্টালী বীথি
নগর রঞ্জিছন্তি খরদীধিতি।
স্বকরে হর্ম্যশির কলসমান
রসাণি করুছন্তি জাজ্বল্যমান গো!

সেকালে মনে মোর হেলা বিচার
অটই যোগী নিশ্চে শমন–চার।
কৃতান্ত পাশ যিবি সদর্পে পশি
উদ্ধাই দীপ্ত পতি–ভকতি–অসি গো!

নগর প্রান্তে যোগী ওহ্লাই রথ
চালিলা চাহিঁ এক উদ্যান–পথ।
মণ্ডিত পথ চারু মর্মরোপলে
উদ্যান শোভে নানা কুসুম ফলে গো!

অশোক তরু তহিঁ অধিকতর
কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে দিশে সুন্দর
উদ্যান মধ্যে এক উজ্জ্বল হর্ম্য
বিবিধ রতনরে দিশই রম্য গো!

বোইলা যোগী মোতে, 'সেঠারে রহ
গণিব নাহিঁ চিত্তে কান্ত–বিরহ।
কাননবাস–ক্লেশ হেলা তো শেষ
স্বরগ–সুখ ভুঞ্জ মণ্ডি এ দেশ গো!

তিনিভুবনে যেউঁ দ্রব্য দুর্লভ
বাঞ্ছিলা মাত্রে এবে হেব তো লভ্য।
সহস্র সুকুমারী স্নেহ প্রকাশি
হেবে তো অরবিন্দ–চরণে দাসী গো!'

রতন বিভূষিত সহস্র নারী
ডাকি বোইলা অতি দৃঢ়ে তিআরি।
'এহাকু জাণি মোর হৃদয়েশ্বরী
সেবি রহিব হৃদে ভকতি ভরি গো!

খটিব নিতি এহা মানস জাণি
শুণাউথিব মোর মহিমা–বাণী।
মোর সম্পদে যেহ্নে মজ্জে তা মন
তহিঁকি করুথিব অতি যতন গো!'

এমন্ত কহি যোগী হেলা অন্তর,
বিস্ময়ে পূরিগলা মোর অন্তর।
কিএ সে যোগী মোতে আণিলা কাহিঁ
কেউঁ পুর তা কিছি জাণিলি নাহিঁ গো!

কেমন্তে হেলি যোগী হৃদয়েশ্বরী?
রহিছি রঘুবধূ শরীর ধরি।
মরি ত নাহিঁ মুহিঁ অছি স্মরণ
কৌশল্য–সুত সিনা মোর শরণ গো!

হৃদয়ে কলি পুণি দৃঢ় নিশ্চয়
যে কেহি হেউ যোগী কি অছি ভয়?
যাবত জীবনে মো থিব স্মরণ
কৌশ্যল্য–সুত একা মোর শরণ গো!

হেউ এ যমালয় অথবা স্বর্গ
বিহরুথান্তু এথি দেবতাবর্গ।
কে করিপারিব মো চিত্ত হরণ
কৌশ্যল্য–সুত একা মোর শরণ গো!

সহস্র দাসীরে মো কি প্রয়োজন
আউ কি অছি মোর ম্লান ভোজন।
কাননে ভ্রমুথিবে মো প্রাণপতি
তাঙ্ক চরণে একা রহিব মতি গো!

মঞ্জুল বীণা ধরি শতে ভারতী
সঙ্গীত যদি মোর পাশে করন্তি।
মো কর্ণে হেব কাহিঁ তাহার মূল্য
কান্ত—শ্রীমুখভাষা পদক তুল্য গো!

এমন্ত ভাবি ভাবি শ্রীপদে ধ্যান
দেই হরাইদেলি জীবনজ্ঞান।
কেমন্তে কেতে কাল হেলা অতীত
কিছি ন জাণে পতিচিন্তা ব্যতীত গো!

কিন্তু সে রাজ্যে মোতে দিন-শর্বরী
প্রতীত হেলা দেব-সময় পরি।
দেবভুবন তাকু মণিলি মনে
দেব-সাহস পূর্ণ করি জীবনে গো!

ঈশ্বরে মনাসিলি দেব, শকতি—
দেবী—হূয়োচিত পতি-ভকতি।
পতি—চরণামৃতে রখিলি আশা
মণিলি নাহিঁ আউ ক্ষুধা পিপাসা গো!

বিবিধ অঙ্গরাগ বহু ভূষণ
বিবিধ খাদ্য আণি সেবিকাগণ।
কহিলে কেতে মোতে চাটুবচন
বলিলা নাহিঁ কাহিঁ তহিঁ মো মন গো!

দাসীঙ্ক বচনরু জাণিলি ক্রমে
রাবণ ত্রিভুবন—জয়ী বিক্রমে।
ডরন্তি সুরপতি শুণি তা নাম
সিন্ধু পরিখীকৃত লঙ্কা তা ধাম গো!

সেহি রাজ্যকু মুহিঁ হোইছি নীত
নেইছি যোগীবেশে সে দুর্বিনীত।
নবর নগর তা' অতুল্য রম্য
নর কিন্নরঙ্কর দুরধিগম্য গো!

যহিঁ কি বলিথাএ তাহার চিত্ত
ভয়ে করন্তি দেবে তাহা রচিত।
আসিলে অরুণিমা তার নয়নে
বিপদভয় ব্রহ্মা করন্তি মনে গো!

রাবণ নাম শুণিপারিলি জাণি
পিনাকীচাপে ভাঙ/গিথিলা তা আণি।
ভাবিলি কি সাহস করিছি শ্বান
করিবা পাইঁ যজ্ঞ—অমৃত পান গো!

সতকু সত দিনে আসি দুর্মতি
অনল তেজে উভা হেল।। মো কতি।
পাপবনে পাপ—মানসে পাপী
বকিলা কেতে আত্মগরিমা জ্ঞাপি গো!

মো দুঃখ ঘনঘটা লতকধার
চাহিঁ ঘুণ্টিলা বহি গর্ব অন্ধার,
চমকিগলা মোর সে ঘনঘটা—
মধ্যে তা' আশা ভীম বিদ্যুতছটা গো!

সখি, মুঁ হেলি যেউঁ দিবসুঁ জ্ঞাত
পাপী দানব ছুইঁঅছি মো হাত।
ছুইঁলা স্থলুঁ উঠি ব্যাপি শরীর
দুঃসহ জ্বালা করে প্রাণ অস্থির গো!

মণইঁ বিষদগ্ধ শরপটল
সদৃশ অপঘন লোম সকল।
ব্যাধ বিশিখাহত হরিণীগণ
কি দুঃখ ভোগুথিবে ভাবে মো মন গো!

সহ সে দুর্বিসহ দুঃখ মরমে
মতিকি দৃঢ় করিথাএ ধরমে।
দৃঢ় ভরসা মোর থাএ কেবল
অবলা পাইঁ সদা ধরম বল গো!

ন জাণি সিনা থরে রাক্ষসাধমে
হস্ত বঢ়াই ভিক্ষা দেলি মুঁ ভ্রমে।
এবে করিব যদি বল প্রকাশ
মারিবি অবা হেবি তা' হস্তে নাশ গো!

যদ্যপি সত্য অছি জগতে ধর্ম
দেখিব জগত মো অদ্ভূত কর্ম।
পাপ—কার্পাস হেলে পর্বত সম
পুণ্যাগ্নি—কণা তাকু দহনে ক্ষম গো!

দেখ সজনি! হোই ধরমঋত
মো প্রাণে ঢালিদেলা যেহ্নে অমৃত!
কপিএ দেই মোতে কান্ত-সম্বাদ
রাবণ সঙ্গে করিগলা বিবাদ গো!

অচিরে রঘুমণি বানরবলে
সেতু প্রস্তুত করি সাগর জলে।
লঙ্ঘি দুর্লঙ্ঘ্য বারি আক্রমি লঙ্কা
রাক্ষসপতি—প্রাণে রোপিলে শঙ্কা গো!

দুষ্কর রণ—যজ্ঞ কলে আরম্ভ
কম্পিলা লঙ্কা শুণি কপি—আরব।
রাক্ষস—বংশে থিলে যেতেক বলী
সমস্তে আসি হেলে সে যজ্ঞে বলি গো!

ধরম–পথে থিলা কেবল জণে
রহিলা রঘুপতি পদশরণে
অটল যুপ হেলা সে মহাধরে
অভয় পুষ্পমালা ধরি কণ্ঠরে গো!

যেতেকি বহিথিলা মো' নেত্রনীর
তা' কোটিগুণ হেলা রক্ষ–রুধির।
রাবণ ভাসি শোকসাগরে ত্রাসে
পড়িলা প্রভু–বাণ–কুম্ভীর গ্রাসে গো!

তাপরে রঘুপতি মোতে অণাই
বোইলে স্নেহশুন্য নেত্রে অনাই-
'কুসঙ্গু বলি নাহিঁ জগতে পাপ
কুসঙ্গী সঙ্গে মিলে ঘোর সন্তাপ গো!

কামান্ধ দানবর পাপ-ভবনে
থিলু, স্পরশিথিব পাপ তো মনে।
ন পারে করি আউ তোতে গ্রহণ
গ্রহণ কলে হেব লোকগর্হণ গো!

জলদ জল কলে নীচে গমন
আউ কি তাকু রখি পারই ঘন?
অনল–শিখা পরি অনলে দহি
হেলে সে জল ঊর্ধে ঘনে মিশই গো!

ভাবিলি, থিলি সিনা ধরি জীবন
সেবিবি বোলি প্রভু পদ্মচরণ।
ন হেবি যদি পদস্পর্শে ভাজন
জীবনে আউ মোর কি প্রয়োজন গো!

দহিবি দেহ চাহিঁ চাহিঁ শ্রীমুখ
এথুঁ অধিক মোর কি অছি সুখ?
দগ্ধ হেলে দেহ, অবশ্য প্রাণ
প্রভু–শ্রীঅঙ্গে যাই পাইব স্থান গো!

ধরম–বলে যেবে রহিব দেহ
লভিবি প্রভুঙ্কর দ্বিগুণ স্নেহ!
বোইলি, 'জলা হেউ হব্যবাহন
করিব দাসী তহিঁ অবগাহন হে!'

অকুণ্ঠ আজ্ঞাবহ সকুণ্ঠ চিত্তে
লক্ষ্মণ বহ্নি জালিদেলে ত্বরিতে।
অনলশিখামান বাত কম্পনে
অতি চঞ্চল হেলে নভ লম্ফনে গো!

সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেই মুখকমলে
অনল পাশ যাই হৃদয়বলে।
বোইলি, 'রবিশশীবায়ু গগন–
পাবক তুম্ভে জাণ প্রাণীঙ্ক মন হে!

রাঘব বিনা অন্যে যদি মো চিত্ত
প্রেমে আকৃষ্ট হোইথিব কিঞ্চিত।
অনল, পটু তুম্ভে সর্ব ভক্ষণে
দিঅ হে করি মোতে ভস্ম এক্ষণে হে!

হোই ত থিলি রক্ষ-নগরে বন্দী
সে যদি থিব মোতে পাতকে ছন্দি।
কোটি জনম কান্ত–পাদ কমল
চাহিঁবি নাহিঁ, মোতে দহ অনল হে!

পাতকী পুণ্যবন্ত তুম্ভে ন জাণ
স্বধর্মবশে নিঅ সভিঙ্ক প্রাণ।
ধরম চির সত্য যদি জগতে
মো ধর্ম অপবাদুঁ রখিব মোতে হে!

হে ধর্ম! নিজ গুণে রহ মো অঙ্গে
ন ডরি অনলরে পশ মো সঙ্গে।
জীবনে ন পারিলে মোতে মরণে
সেবিকা করি দেব প্রভু–চরণে হে!

মো তনু দগ্ধ হেলে হেব ত খার
তাহাকু করাইব পাদপে সার।
সে তরু–কাষ্ঠ দেই হর্দ্ধকী হস্তে
করাইদেব প্রভু পাদুকা মতে হে!

প্রভু শ্রীমুখ পুনঃ পুনঃ অনাই
নিঃশঙ্কে অনলরে পশিলি যাই!
চাহিঁ কান্দিলে রঘুমণি লক্ষ্মণ
কান্দিলে ঘোর রবে সৈনিকগণ গো!

অসংখ্য নেত্রে হেলা জল প্রবল
মজ্জাই দেলা মোতে কারুণ্যজল।
অনল তহিঁ বোধ হেলা শীতল
পূরিলা হা হা রবে নভোমণ্ডল গো!

মো অনুকূলে হেলা আকাশ–বাণী
সতীত্ব মোর প্রভু পারিলে জাণি।
অনল ধর্মবশে হেলা নির্বাণ
বঞ্চিলা দর্মবলে তহিঁ মো প্রাণ গো!

দগধ হোইগলা মো দুঃখরাশি
ভাগ্যে মুঁ হেলি প্রভুপয়রে দাসী।
ভাবিলি, কষ্টে রখিথিবারু জীব
লভিলি সিনা প্রভুপদ–রাজীব গো!

বসাই মোতে প্রভু স্যন্দনবরে
ঘেনি বানর রক্ষদল সঙ্গরে।
বাহুড়া বিজে কলে অযোধ্যামুখে
গগনপথে জয়-উল্লাস সুখে গো!

হোই বিরহ—মরুপ্রদেশ পার
পাইলি শুষ্ক প্রাণে প্রেমাকূপার।
অপূর্ব সুখ প্রাণে হেলা উদয়
মণিলি জগতকু আনন্দময় গো!

যদ্যপি দুঃখ থাএ নিজ জীবনে
সুখ ন দিএ দেখা বিশ্বভুবনে।
নিজ জীবনে হেলে সুখ আগত
সুখরে পরিপূর্ণ দিশে জগত গো!

যে রথে পড়িথিলি বিপদ-কূপে,
চড়িলি সেহি রথে সম্পদস্তূপে।
যা' চাহিঁ চাহিঁ করিথিলি ক্রন্দন
তা' চাহিঁ চাহিঁ হেলা মুদ বর্দ্ধন গো!

রত্নদীপিত রথ তা' চক্রগতি
উপরে মেঘ তলে সরিতপতি।
সরিত ধরাধর ধরণীরুহ
হেলে মো নয়নর পীরতি-ব্যূহ গো!

পূর্ব নিবাস বনস্থল সকল
বিদারকুঞ্জপুঞ্জ রম্য অচল।
ধূম—জটিল ঋষি—আশ্রমমান
চিত্তকু মোর করুথিলে আহ্বান গো!

ব্যস্তকুন্তলা মুনিকুমারীগণ
রথ-নির্ঘোষ দুরুঁ করি শ্রবণ।
চকিতে চাহিঁথান্তি ঊর্দ্ধবদনে
জন্মাই পূর্ব সুখস্মৃতি মো মনে গো!

পবিত্র স্নেহ তাঙ্ক সমুদাদর
মৃদু মধুর কথা-লসিতাধর।
মমতাময় শান্ত সরল দৃষ্টি
কলে মো স্মৃতিক্ষেত্রে পীযূষ বৃষ্টি গো!

ক্রমশঃ কুমারীঙ্ক নাম সকল
কমলরূপে ফুটি হেলে বিমল।
ঘোর বিরহ—নিশা-তম শেষরে
সুখ-দিবস মুখে, মো মন-সরে গো!

তাঙ্ক বিগত ভাব-সৌরভরাশি
আমোদে প্রাণকু মো দেলে উল্লাসি।
বন দর্শনে মন নোহুঁণু তৃপ্ত
আগকু রথবর চালিলা দ্রুত গো!

নিসর্গ শোভালয় সুরম্য বন
বর্জন ন পারিলা করি মো মন।
সে মনে থিলা পুণি নভে স্যন্দনে
লাগিলা তেণে পুরে শ্বশ্রুচরণে গো!

শ্যামসুন্দর-কান্তি কান্তঙ্কু সঙ্গে
ঘেনি খেলন্তে স্থলত্রয় সুরঙ্গে।
মন মো হেলা অর্ধ মণ্ডলাকার
নব নীরদে শক্রচাপ প্রকার গো!

প্রাণপ্রতিমা পুত্র বন প্রয়াত
হেলারু শ্বশুর মো অযোধ্যানাথ।
নির্বাণ করি দুঃখে জীবন-দীপ
গীর্বাণপুর গলে শক্র সমীপ গো!

ভরত রাজ্য রাজা-বিহীন চাহিঁ
বনে অইলে স্বামী সমীপ ধাইঁ।
কহিলে দুঃখে যুক্ত করপুটরে,
সেকালে থিলু আস্তে চিত্রকূটরে গো!

বহু বিনয় করি কহিলে বীর
স্বামীঙ্কু স্বামী হেবা পাইঁ মহীর।
প্রগাঢ়তর করি পিতৃভকতি
রাঘব কলে নাহিঁ তহিঁ সম্মতি গো!

বোইলে, যেউঁ সত্য ন কলে ভঙ্গ
তেজিলে পছে পিতা স্বকীয় অঙ্গ।
পিতৃপালিত ধর্ম-বিহঙ্গী-বেক
কেমন্তে মোড়িদেবি তেজি বিবেক হে!

ভরত কান্দি কান্দি পড়ি চরণে
বোইলে, রখ মোতে পদচারণে।
অবনী তেজি অস্তনগে ভাস্কর
গলে কি তাঙ্কু ছাড়ি পারই কর হে!

প্রভু বোইলে, 'রাত্রে অবনীদুঃখ
খণ্ডন করিথান্তি শীতময়ূখ'।
ভরত বিনয়রে দেলে উত্তর
'শশাঙ্ক পাইথান্তি ভাস্কর-কর হে!

রত্নপাদুকা ঘেনি মো শিরদেশ
বহিপারিব মহী যেসনে শেষ।
মস্তকে শোভুথিলে পাদুকামণি
অরাতিকুল মতে মণিবে ফণী হে!'

পাদুকা দেলে প্রভু ভরত করে
ঘেনিলে বীর তাহা স্ব-মস্তকরে।
বাহুড়ি বীরমণি সাশ্রু লোচনে
লাগিলে রাজলক্ষ্মী-দুঃখ মোচনে গো!

চউদ বর্ষ শেষে আস্তর পথ
অনাউথিলে তহিঁ লাগিলা রথ।
শাশুমানঙ্ক পদধূলি গ্রহণ—
কলি মুঁ রথুঁ করি অবরোহণ গো!

সানুজ সপত্নীক প্রভুঙ্কু চাহিঁ
ভরত মুদ-নদে মন মজ্জাই।
পাদুকা প্রত্যর্পণ করি পয়রে
প্রভুঙ্ক পূজা কলে ছত্র চামরে গো!

মো' কান্ত রাজা হেলে, মুঁ হেলি রাণী
সেবিলি পদ প্রভু মানস জাণি।
মো মনে যেবে যাহা হুএ উদিত
সত্বরে হুএ তাহা সুসম্পাদিত গো!

রাজ-দম্পতি বসি প্রীতি-নাবরে
বিহার করুথিলুঁ সুখ-সাগরে।
সম্পদ তরঙ্গারে বহু বৎসর
মজ্জাইদেলুঁ হোই কৌতুকপর গো!

কে জাণিথিলা মোর ললাটে বিহি
অসীম দুঃখলিপি রখিছি লিহি।
বিপদরূপী ঘোর বড়বানল
উপুজি ধ্বংস করিদেব সকল গো!

দিবস–শোভা-শেষ-রঞ্জিত নভ
পরাএ ভাগ্য শেষে হেলা মো গর্ভ।
দোহদ পূরণে মো হেলে তত্পর
প্রাণেশ স্নেহভরে অধিকতর গো!

'বিপিন-বান্ধবীঙ্ক সঙ্গে বিপিনে
ক্রীড়ন্তি' বোলি কান্তে কহিলি দিনে।
সেহি রজনী সহি, নোহু প্রভাত
লক্ষ্মণ সঙ্গে মোতে পাষিলে নাথ গো!

লক্ষ্মণ আণি মোতে জাহ্নবী-তীরে
নাবুঁ ওহ্লাই যাহা কহিলে ধীরে-"
কহি নিরুদ্ধ হেলা সতীঙ্ক কণ্ঠ
কান্দিলে চাহিঁ আগে ভীষণ কষ্ট যে!

ভাসিলে অনর্গল লোতক ঝরে
ধইলে মুনিসুতা তাঙ্কু সত্বরে।
কান্দিলে নিজে মুখে মুখ লগাই
শুণি তাপসীমানে আসিলে ধাইঁ যে!

বেনিঙ্কু ঘেনি বেগে কুটীরে যাই
কহিলে নানা কথা চিত্ত রঞ্জাই।
পাদপে জলদান পুষ্পচয়ন-
প্রভৃতি কথা নেই কলে শয়ন যে!

— — —